

রাজশাহী ভার্টিসিটে ভর্তি কার্যক্রম ২ দিনের জন্য স্থগিত : ছাত্র আন্দোলন অব্যাহত

রাঃ বিঃ রিপোর্টার : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রথমবর্ষ ভর্তির কার্যক্রম দু'দিনের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেছে। ভর্তি ফিসহ অন্যান্য ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে ছাত্র সংগঠনসমূহের আন্দোলনের প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এদিকে ফি বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবীতে আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে।

বর্ধিত ভর্তি ফি ও অন্যান্য ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে সকল ছাত্র সংগঠন কর্মসূচী পালন করে আসছে। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল এর প্রতিবাদে গতকাল (সোমবার) থেকে টানা চারদিনের ছাত্র ধর্মঘট আহবান করে। ফি ও চার্জ প্রতিরোধ আন্দোলন অনশন ধর্মঘট পালন করে। গত রবিবার রাতে ছাত্রদল নেতৃবৃন্দের সাথে ভিসি আলোচনায় মিলিত হন। যাতে ভিসি বর্ধিত ফি প্রত্যাহারের সুস্পষ্ট কোন আশ্বাস না দিয়েই ভর্তি কার্যক্রম ৩ ও ৪ এপ্রিল দু'দিন স্থগিত ঘোষণা করেন।

ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ এ প্রেক্ষিতে তাদের পূর্বঘোষিত ধর্মঘট কর্মসূচী প্রত্যাহার করে নেন। সূত্র জানায়, বিএনপিপন্থী জনৈক শিক্ষকের পরামর্শেই ছাত্রদল তাদের কর্মসূচী প্রত্যাহার করেছে। এদিকে বর্ধিত ভর্তি ফি ও চার্জ প্রতিরোধ আন্দোলনসহ কয়েকটি সংগঠন ছাত্রদলের কর্মসূচী প্রত্যাহারের নিন্দা জানিয়ে বলেছে, কর্তৃপক্ষীয় সিদ্ধান্ত বাতিল না করা পর্যন্ত তাদের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। কর্মসূচী প্রত্যাহারের মাধ্যমে ছাত্রদল পূর্ব অবস্থান থেকে পিছু হটে আন্দোলনের পিঠে ছুরিকাঘাত করেছে। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, দাবীর সাথে কোন আপস ছাত্রসমাজ বরদাশত করবে না। ভর্তি ফি ও চার্জ প্রতিরোধ আন্দোলন ফিসমূহ বাতিলের দাবীতে গতকাল (সোমবার) পূর্বঘোষিত বিক্ষোভ সমাবেশ পালন করে। শহিদুল্লাহ কলা ভবনের সামনে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন দেবশীষ কুমার দেবু, আবুল বাশার, সাঈদ আহমদ চন্দন, নাজমা সুলতানা, মাসুম রানা প্রমুখ। বক্তারা

বলেন, এমপি-মন্ত্রীদের বেতন বাড়ি, অথবা কোটি কোটি টাকা দিয়ে মিশ-২৯ কেনা হয় অথচ শিক্ষা খাতে ব্যয় হ্রাস করা হচ্ছে কার স্বার্থে। তারা বলেন, মঞ্জুরি না পাওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের দায়ভার ছাত্র সমাজ বহন করতে পারে না। তারা আজ ভিসির বাসভবন ঘেরাও এবং আগামীকাল আমরণ অনশন কর্মসূচী পালন করবে।

শিবিরের সাংবাদিক সম্মেলন ও কর্মসূচী ইসলামী ছাত্র শিবির গতকাল বিকেলে রাঃ বিঃ প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, বিশ্বের সর্বত্র যখন শিক্ষা সম্প্রসারণের নীতি গ্রহণ করা হচ্ছে, ঠিক তখনই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি না করে শিক্ষা সংকোচন নীতিই গ্রহণ করেছে। সম্মেলনে বর্ধিত সকল ফি স্থগিত নয়, সম্পূর্ণ বাতিল, মতিহার হল না ডেঙে নতুন হল নির্মাণ, নতুন বাস ক্রয় ও টার্মিনাল সংস্কার, নতুন কলা ও বিজ্ঞান ভবন নির্মাণ, লাইব্রেরীতে সিলেবাসভিত্তিক বই ক্রয় ও এসি সংযোগ দান, মেডিকেল সেন্টার আধুনিকায়ন ও সূচিক্রিসা নিশ্চিতকরণ, ছাত্র বৃত্তি বৃদ্ধি, বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশনে আস্ত্রনগর ট্রেনের স্টপেজ দান এবং জিমেনেশিয়াম থেকে পুলিশ প্রত্যাহারসহ ৯ দফা দাবী আদায়ের লক্ষ্যে বিক্ষোভ, গণস্বাক্ষর, মতবিনিময় ও ছাত্র সভাসহ ৮ দিনের কর্মসূচী ঘোষণা করে। এতে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন হেলাল উদ্দীন। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাওয়াতী সম্পাদক এমাজউদ্দীন মণ্ডল ও শফিকুল ইসলাম মাসুদ প্রমুখ। মুজিববাদী ছাত্রলীগ বর্ধিত ফি বাতিল, নির্ধারিত স্থানে বসবস্তু হল নির্মাণসহ অন্যান্য দাবীতে বিক্ষোভ মিছিল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে অবস্থান ধর্মঘট পালন করে। বক্তব্য রাখেন আহসানুল হক পিন্টু, মনিমুল হক, বিপ্লব কুমার, আবেদ হাসান মিলন, মাসুদ রানা মডেল, সুফন, দিপক, তাজু প্রমুখ।

15